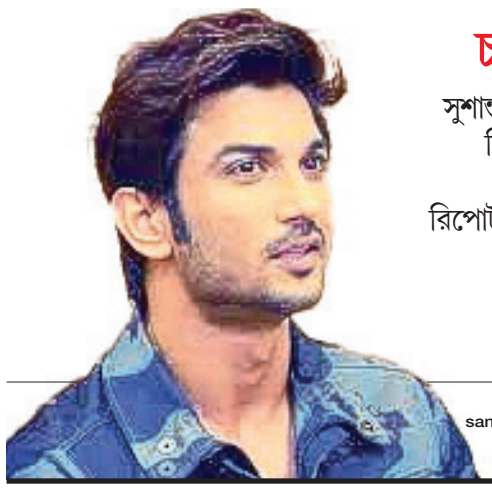

চ্যালেঞ্জ

সুশান্ত মৃত্যুতদন্তে সিবিআইয়ের ক্লোজার রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ

১০

সংবাদ প্রতিদিন

সঞ্চয়

ফিক্সড ইনকাম / ডেট নিয়ে জানুন খুঁটিনাটি

৬

sangbadpratidin.in
epratidin.in

১০ চৈত্র ১৪৩১
৫.০০ টাকা

উত্তরবঙ্গ সংস্করণ

সোমবার | ২৪ মার্চ ২০২৫

পরিষ্কার আকাশ সর্বনিম্ন ২৩°/৩১° সর্বাধিক

১২ পাতা

শীতের মেঘলা লন্ডনে ফাইলে মন মমতার

■ স্বাগতম। লন্ডনগামী বিমানে মুখ্যমন্ত্রীকে কেক উপহার এমিরেটসের।

কুণাল ঘোষ

কিংশুক প্রামাণিক

লন্ডন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী

মেঘবৃষ্টিকে সঙ্গী করে লন্ডনে এসে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ বিমান যাত্রার ধকলের মধ্যেও চোখ রেখেছিলেন ফাইলে। সময় কম, অথচ পর পর কর্মসূচি। ভারতীয় হাই কমিশনে আমন্ত্রণ থেকে ব্রিটিশ বণিকসভার সঙ্গে লগ্নি বৈঠক, শেষে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা। টানা ব্যস্ততা। এয়ারপোর্ট-লাউঞ্জ বা বিশ্বের বৃহত্তম যাত্রীবাহী দোতলা বিমান, প্রতি মুহূর্তে সর্বত্র মানুষের উৎসাহ মনে করিয়ে দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর এবারের সফরের গুরুত্ব। অক্সফোর্ডে বাঙালি বা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তা অনেকটাই।

রবিবার দুবাই থেকে বিমান এ৩৮০ হিথরো এয়ারপোর্টের মাটি যখন ছুঁল, বাইরে তাপমাত্রা ৮-৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঘোরাফেরা করছে। লন্ডনের ঘড়ি দেখাচ্ছে, সকাল ১১টা ১০ মিনিট। মেঘলা আবহাওয়া। বেরিয়েই বোঝা গেল, সবে বৃষ্টি হয়েছে। শীত শীত রয়েছে। বসন্ত আগতপ্রায়। আর মুখ্যমন্ত্রী নেমেই সোজা বাকিংহ্যাম প্যালেসের কাছে সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেল। আগেও যখন লন্ডন এসেছেন, এখানেই থেকেছেন তিনি। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী হয়েই এসেছিলেন বাকিংহ্যাম প্যালেসের আমন্ত্রণে। পরে আরও একবার ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে ব্লু প্লাগ লাগানোর অনুষ্ঠানে। মাঝে অবশ্য লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-সহ আরও কিছু সংস্থার আমন্ত্রণ ছিল। এবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়, সামাজিক উন্নয়ন।

আসলে এই সামাজিক উন্নয়নে মমতার মডেল বিশ্বে বন্দিত এখন। সেই জনপ্রিয়তা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর সরকারের পক্ষ থেকে দুবাই এয়ারপোর্টে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। সেখানেই গুজরাতি একটি দল ইউরোপে বিয়ের আসরে যাওয়ার আগে মেহেন্দি অনুষ্ঠানের জন্য নাচ প্র্যাকটিস করছিল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ওঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ডান্ডিয়া জানো তো? ওরা তখন আহ্লাদিত। মমতার কথায় নাচলেন। ভবনীপুরেও তো তিনি ডান্ডিয়া নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন।

পাঁচের পাতায়

এক ঝলক

কোটা সংস্কারে অখুশি বিএনপি

■ ঢাকা : বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা পরিবর্তনে সায় নেই খালেদা জিয়ার দল বিএনপির। প্রস্তাবনায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে একই বন্ধনীতে রাখার বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে তারা। রবিবার এ নিয়ে লিখিত প্রতিবাদপত্র কমিশনকে জমা দেয় বিএনপি। বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনার দাবি জানিয়েছে খালেদার দল।

বিরাটই আমার ভগবান!

■ কলকাতা : বিরাট জ্ঞান, বিরাট ভগবান। সেই ভগবানকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। ভক্তির টানেই সোজা ঢুকে পড়েছিলেন ইডেন গার্ডেন্সের সবুজ গালিচায়। খেলা চলাকালীন মাঠে ঢুকে পড়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হন বিরাটভক্ত ঋতুপর্ণ পাখিরা। গ্রেপ্তার হয়ে তরুণ বলেন, ''বিরাট আমার ভগবান। বিরাটের জন্য সব করতে পারি।'' আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারককেও সেকথা জানিয়েছেন ধৃত তরুণ।

দুই শিশুকন্যাকে ধর্ষণ সেই হাথরসে

■ হাথরস : ফের যোগী রাজ্যের নৃশংসতা প্রকাশ্যে। দুই শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন। মুখরক্ষা করতে তারপর এনকাউন্টার। পুলিশের গুলিতে জখম অভিযুক্ত। হাথরসের সাসনি থানা এলাকায় এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, চিপস খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে এক নির্জন জায়গায় ওই দুই শিশুকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। জানাজানি হতেই পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা।

জঙ্গি খুঁজতে জম্মুতে গুলির লড়াই

■ জম্মু কাশ্মীর : ফের গুলির লড়াই শুরু জম্মু-কাশ্মীরে। রবিবার বিকেলে জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়ায় পাক সীমান্ত লাগোয়া জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয়। কাঠুয়ার হীরানগর জঙ্গলে তিন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর পেয়েই শুরু হয় সেনা অভিযান।

প্রথম ম্যাচেই তাণ্ডব ঈশান-হেডদের

টি-টোয়েন্টিতে নতুন বিপ্লব হায়দরাবাদের

সৌরাশিস লাহিড়ী

রবিবার ম্যাচ দেখতে দেখতে ভাবছিলাম টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট কোথায় চলে গিয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন টিমগুলো ১৬০-১৭০ করে ম্যাচ জিতত। পরে সেটা দুশো হল। এখন আড়াইশো রানও হয়ে যাচ্ছে। একটু ভুল বললাম। আড়াইশো নয়। তিনশোর কাছাকাছি রান উঠছে। যেভাবে চলছে, তাতে আইপিএলে এবারই তিনশোর উপর রান উঠলেও অবাক হব না।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই বিপ্লব নিয়ে এসেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সংজ্ঞাটাই ওরা বদলে দিয়েছে। একটা-দুটো ম্যাচে যদি তিনশোর কাছে রান তুলত, তাহলে বলতাম ওটা হয়ে গিয়েছে। ওরা ধারাবাহিকভাবে সেই কাজটা করে যাচ্ছে। গতবার করেছে। এবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ২৮৬ তুলল। আমি শুধু হায়দরাবাদ ক্রিকেটারদের কৃতিত্ব দেব না, একইসঙ্গে ওদের টিম ম্যানেজমেন্টের কথাও বলতে হবে। একটা টিম এরকম ক্রিকেট রাতারাতি খেলতে পারে না। তার জন্য পরিকল্পনা দরকার। নিলামে টিম নির্বাচন থেকে শুরু ট্রেনিং, সবকিছুতেই সেই পরিকল্পনার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। ঈশান কিষান এতদিন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলত। এবার ওকে নিয়েছে সানরাইজার্স। এদিন যেরকম ব্যাটিং করল, তাতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার। টিম ম্যানেজমেন্ট ঈশানকে ভয়ডরহীন ক্রিকেটের লাইসেন্স দিয়েছে। শুধু ঈশান নয়, অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, হেনরিক ক্লাসেন—প্রত্যেককে একইরকম ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলছে। ওরাও জানে, ওরকম খেলতে গিয়ে কখনও কখনও ব্যর্থতা আসবে। দুটো-তিনটে ম্যাচে টিম খুব খারাপভাবে হারতেও পারে। কিন্তু তার জন্য ওরা নিজেদের ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট থেকে কখনও সরে আসে না।

এগারোর পাতায়

■ বিধ্বংসী ঈশান কিষান। রবিবার।

আইপিএলে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান

৫৪৯ — এসআরএইচ বনাম আরসিবি (বেঙ্গালুরু, ২০২৪)
৫২৮ — এসআরএইচ বনাম আরআর (হায়দরাবাদ, ২০২৫)
৫২৩ — এসআরএইচ বনাম এমআই (হায়দরাবাদ, ২০২৪)
৫২৩ — কেকেআর বনাম পিবিকেএস (কলকাতা, ২০২৪)
৫০৪ — ডিসি বনাম এমআই (নয়াদিল্লি, ২০২৪)

ডানায় ইচ্ছেপূরণ, তিরধনুকে লক্ষ্যভেদ

কুণাল ঘোষ
লন্ডন

মার্চ, ১৯৭৫। দমদম বিমানবন্দরে এক চিকিৎসককে বিদায় জানাতে এসেছিল তাঁর বালকপুত্র। ডা. কল্যাণ ঘোষ লন্ডন গেলেন, পাক্কা এক বছরের জন্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বিশেষ প্রশিক্ষণ। নিউক্লিয়ার মেডিসিনে।

মনে আছে, সেই একটা বছর বাবার দেখা নেই। ডাকে আসত চিঠি, রঙিন ছবির কার্ড। কখনও সখনও ট্রাঙ্ক কল। দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ। স্মৃতিতে সব আবছায়া।

এখন, পঞ্চাশ বছর পর, এই ২০২৫-এর মার্চ, সেই লন্ডন সফর আমার। ধন্যবাদ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তাঁর প্রতিনিধিদলে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য; এবং সংবাদ প্রতিদিনকে, আমার সফরের আর্থিক ব্যবস্থার জন্য। আমি আগেও একাধিকবার লন্ডন গিয়েছি। কিন্তু বাবার সফরের ঠিক ৫০ বছর পর এই সফরে খানিকটা ব্যক্তিগত আবেগ অনুভব করছি, যার সঙ্গে নানারকম পুরনো কথা জড়িয়ে রয়েছে।

অর্ধশতক আগে বিলেতে থাকা বাবার সঙ্গে দেখার প্রশ্ন ছিল না। চিঠি, মাঝেমধ্যে ট্রাঙ্ক কল। ওইটুকুই। এখন দিন বদলেছে, এখন সফরের আগে সম্পাদকীয় বৈঠক করে যাচ্ছি। মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অবিরাম যোগাযোগ, খবর, ছবি আসবে। অভিজিৎ ঘোষ, অরিঞ্জয় বোসের কড়া আবদার, নির্দেশ বলাই ভালো, ডিজিটালের জন্য ভিডিও চাই নিয়মিত, ফেসবুক লাইভও দরকার। প্যাকেজ হবে, রিলস হবে। হাতের ফোন আন্তর্জাতিক রোমিং হয়ে গিয়েছে। কাজ শুরু ইতিমধ্যেই। আরও তথ্য, এখন দুবাই-লন্ডন রুট বা আন্তর্জাতিক বড় রুটে পাঁচ ডলার বা আরেকটু বেশি খরচ করলে আকাশপথেও সারাক্ষণ মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ, নেট কাজ করবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে চল্লিশ হাজার ফুট উপরে বিপুল গতির বিমানে বসে কলকাতায় খবর নেওয়া যাবে, কাগজের পাতা তৈরি কতটা এগোল!!

■ সেই স্যাফটসবেরি মেমোরিয়াল ফাউন্টেন-এর ঐতিহাসিক মূর্তি।

লন্ডনে আমি প্রথম যাই ২০০৫-এ, এয়ার ইন্ডিয়ার অতিথি হিসাবে। কলকাতা থেকে লন্ডন সরাসরি প্রথম উড়ানের যাত্রী। কিছুদিন পরেই অবশ্য সরাসরি উড়ানটি যাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও পাঁচবার। দুটো মনে রাখার মতো, লেখার মতো বিষয়। এক, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশ্বকবির বিলেতবাড়ি দর্শন এবং জরুরিভিত্তিতে আয়োজনে কবির জন্মসার্ধশতবর্ষের প্রথম অনুষ্ঠানটি হ্যাম্পস্টেডের ওই বাড়িতে, পাশের টাউন হলে করার। ওই ঠান্ডা রাতে বৃষ্টিভেজা ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে লোপামুদ্রা মিত্রর 'তবু মনে রেখো' সারাজীবন মনে রাখব।

দুই, সেই অর্ধশতক আগে বাবা লন্ডন থেকে একটি বই এনেছিলেন আমার জন্য, 'কালারফুল লন্ডন'। শহরটার নানা ছবি, পরিচিতি। একটি মোড়ের ছবি দারুণ লাগল। কেমন যেন শ্যামবাজার শ্যামবাজার ভাব। রাস্তাগুলোর মাঝখানের মূর্তিটি ডানাওলা মূর্তির। ওই জায়গাটা মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। তখন অবশ্য মূর্তির অর্থ, পরিচয়, তাৎপর্য বুঝিনি। সেটা ক্রমশ বুঝেছি পরে। এরপর ১৯৮৪, তখন রীতিমতো নিয়মিত আঁকি, শিল্পী-শিক্ষক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে একটি প্রদর্শনীতে আমার চারটি ছবি ছিল। তার মধ্যে সেই রাস্তার মোড়, পিকাডেলি সার্কাসের ছবিটি তৎকালীন ইংরেজি স্টেটসম্যান কাগজের রিভিউতে প্রশংসা পেল। ভাবতাম ওই ডানাওলা মূর্তির সামনে একদিন যদি যেতে পারতাম! এরপর সময় কেটেছে, বাবা সেই নিউক্লিয়ার মেডিসিন গবেষণা চালাতে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তায় কিডনি-সহ অঙ্গ বিপর্যয়ে প্রয়াত; একদিন রূপকথার সত্যি হওয়ার মতো সময় এল,

পাঁচের পাতায়

বিচারপতির বিরুদ্ধে স্বচ্ছ তদন্ত দাবি আইনজীবীদের

সোমনাথ রায়
নয়াদিল্লি

যাঁদের দিকে ন্যায়ের আশায় তাকিয়ে সমাজ, তাঁদের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় দেশজুড়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মতোই এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করলেন দেশের প্রবীণ আইনজীবীরা। কপিল সিবাল থেকে ইন্দিরা জয়সিং, বিকাশ সিং, রাকেশ দ্বিবেদী থেকে প্রশান্ত ভূষণ। প্রত্যেকেই দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাড়ি থেকে নগদ উদ্ধারের ঘটনায় সঠিক তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করলেন। উঠল ইমপিচমেন্টের প্রসঙ্গও।

প্রবীণ আইনজীবী তথা সাংসদ কপিল সিবাল সরাসরি বিচারপতি ভার্মা সম্পর্কে মন্তব্য করতে না চাইলেও জানিয়েছেন, "বিচারব্যবস্থার গায়ে দুর্নীতির দাগ লাগা খুবই গুরুতর ও বড্ড চিন্তার বিষয়।" প্রবীণ আইনজীবী সিবাল বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও। বলছিলেন, "আমরা, আইনজীবীরা এই কথা আগেও বারবার বলেছি। মনে করি সময় এসে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের উচিত নিযুক্তি প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করা। অনেক যত্ন করে, কাউকে বিচারপতির আসনে বসানোর আগে তাঁর সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে তবে নিয়োগ করা উচিত।" ইন্দিরা জয়সিং আবার কেন কলেজিয়াম গোটা ঘটনার উপর থেকে এখনও পর্দা পুরোপুরি সরিয়ে দিচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, "ঘটনা ঘটেছে ১৪ মার্চ। অথচ খবর বাইরে আসা শুরু হল ২১ মার্চ থেকে। আমরা এখনও জানি না, ঠিক কত টাকা উদ্ধার হয়েছিল।" প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ সিং তো সরাসরি বিচারপতি ভার্মার পদত্যাগের দাবি করেছেন।

পাঁচের পাতায়

বিচারপতির বাড়িতে বিপুল টাকা উদ্ধার

■ ভার্মার বাড়িতে উদ্ধার আগুনে পোড়া নোট। —পিটিআই

আমেরিকায় মদের দোকানে খুন ২ ভারতীয়

বচসায় গুলি বাবা, মেয়েকে, ধৃত এক

ওয়াশিংটন : যত কাণ্ড 'মদ কেনা' নিয়ে!

মদ কিনতে গিয়েই দোকানির সঙ্গে কথা কাটাকাটি। আর তারপরই দোকান থেকে বন্দুক হাতে বেরিয়ে বাবা-মেয়েকে গুলি করে খুন 'দোকানি' যুবকের। মৃত দু'জনেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। পুলিশের জালের 'খুনি'।

বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়।

আগের রাতে (বুধবার) মদ কিনতে গিয়েছিলেন বাবা ও মেয়ে। কিন্তু গিয়ে দেখেন মদের দোকান বন্ধ। ব্যস, দু'জনেই রেগে আগুন। কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে নিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়েছিল দু'জনকেই। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোর হতেই মদের এত নেশা যে, বাবা-মেয়ে ছোটেন সেই মদের দোকানেই। কিন্তু তখন তাঁরা বুঝতে পারেননি, এই মদ কেনাই তাঁদের জীবনে কাল হবে!

■ উপরে ঊর্মি ও প্রদীপ। পাশে ধৃত জর্জ।

দোকানে গিয়েই ৫৬ বছর বয়সি প্রদীপ প্যাটেল দোকানিকে প্রশ্ন করেন, ''কী ব্যাপার, গতকাল রাতে দোকান বন্ধ ছিল কেন?'' শুধু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। মেয়ে ২৪ বছরের ঊর্মি প্যাটেলও মদের দোকানের বিক্রেতা যুবক জর্জ ফ্রেজিয়ার ডেভন হোয়ারটনের সঙ্গে রীতিমতো হম্বিতম্বি শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই দু'পক্ষের তর্কাতর্কি চলতে থাকে।

এরপর দোকানের ভিতর থেকে বন্দুক হাতে বাইরে বেরিয়ে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে বাবা ও মেয়েকে গুলি করেন। ঘটনাস্থলেই প্রদীপ প্যাটেলের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই ওই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পরই দ্রুত পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ 'খুনি'কে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভার্জিনিয়ায় একটি দোকানে (ডিপার্টমেন্টাল স্টোর) কাজ করতেন ২৪ বছরের ঊর্মি প্যাটেল এবং তাঁর বাবা প্রদীপ প্যাটেল (৫৬)। ছ'বছর আগে গুজরাত থেকে তাঁরা ভার্জিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন।

পাঁচের পাতায়

বৈষ্ণবনগরে দুর্ঘটনা

লরির চাকায় তিন বাইক আরোহী পিষ্ট

স্টাফ রিপোর্টার, মালদহ: সাতসকালেই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী তিন যুবকের। রবিবার সকাল ছ'টা নাগাদ মালদহের বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার ১৮ মাইলের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি লরির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই বাইক আরোহী তিন যুবক মারা যান। নিহতদের বাড়ি মোথাবাড়ি থানার রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মেহেরাপুরের নতুনপাড়ায়। নিহতদের বয়স ১৯ থেকে ২৪ বছর। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা স্টেশন থেকে একজনকে নিয়ে ফেরার পথে তাঁরা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ফরাক্কা ব্যারেজের অদূরেই ১৮ মাইলের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তার আগেই ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা বেদরাবাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর ঘাতক লরিটি পুলিশ আটক করেছে। তবে লরির চালক পালিয়ে গিয়েছে। মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

ফরাক্কা থেকে একটি বাইকে চেপে তিন যুবক কালিয়াচকের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মাথায় হেলমেট ছিল না।

পাঁচের পাতায়

শীতঘুম ভাঙিয়ে অজগরের টিউমার অপারেশন

নিরুফা খাতুন

শীতঘুমের মধ্যেই মাথার কাছে গজিয়ে উঠেছিল বৃহৎ আকারের একটা টিউমার। ঘুম ভাঙিয়ে তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচার করে অজগরের মাথার সেই টিউমার বাদ দেওয়া হল। অপারেশনের ধকল কাটার পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে সে আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিজের আস্তানায় ফিরেও এসেছে।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, তিনমাস সাধারণত সাপেরা শীতঘুমে থাকে। খাওয়াদাওয়া করে না। এই সময়ে ঘুমে কোনও ব্যাঘাত তাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই চিড়িয়াখানার সরীসৃপ আবাসে ওই তিনমাস সাপেদের উপর দূর থেকে নিরন্তর নজরদারি চালানো হয়। মাসদেড়েক আগে শীতঘুমে থাকা একটি ১৩ ফুট লম্বা বার্মিজ পাইথনের মাথার দিকে বেশ খানিকটা ফোলাভাব কিপারদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী চিকিৎসককে খবর দেওয়া হয়। দেখেশুনে চিকিৎসকদের ভালো ঠেকেনি। অজগরের শীতঘুম ভাঙিয়ে সোজা তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর পশু হাসপাতালে। ইউএসজি, এক্স-রে ইত্যাদি হয়। রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকদের চক্ষু চড়কগাছ! এ যে বড়সড় এক টিউমার! যা কিনা মাথা ও ঘাড়ের মাঝে গজিয়ে উঠেছে। এবং খুব দ্রুত বহরে বেড়ে চলছে। এখনই অপারেশন না করলে প্রাণসংশয় হতে পারে।

জরুরি পরিস্থিতিতে অপারেশনের ব্যবস্থা হয়। ব্যাপারটা খুব একটা সহজ ছিল না। আগে আলিপুরে দাঁতের মাড়িতে টিউমার অপরেশন করতে গিয়ে একটি জলহস্তীর মৃত্যু হয়েছে। তাই এবার খুব সাবধানে পা ফেলেন আলিপুরের প্রাণী চিকিৎসকরা। আলিপুর পশু হাসপাতাল সূত্রে খবর, মানুষের মতো পশুপাখিদেরও অস্ত্রোপচারের আগে অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে অজ্ঞান করতে হয়। সাপের ওজন বুঝে অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়া হয়। অপারেশনের পরে জ্ঞান ফিরবে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ থাকে। যদিও এখন গ্যাস অ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহারের সুবাদে সেই ঝুঁকি অনেকটা কম, তবু সাপের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা বেশি। উপরন্তু টিউমারের অবস্থান শরীরে বিপজ্জনক জায়গায়।

শেষমেশ অবশ্য অপারেশন সফল হয়েছে। প্রাণী চিকিৎসকরা দক্ষতার সঙ্গে অজগরের টিউমার কেটে বাদ দিয়েছেন। রাজ্য জু অথরিটির মেম্বার সেক্রেটারি সৌরভ চৌধুরি জানান, আলিপুর পশু হাসপাতালের অভিজ্ঞ প্রাণী চিকিৎসকরা এই অপারেশন করেছেন। অপারেশনের পরে সাপটিকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে রাখা হয়। এখন সে পুরোপুরি সুস্থ। তাই তাকে খাঁচায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তার স্বাস্থ্যের উপরে সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চিড়িয়াখানার আবাসিক জীবজন্তুদের ছোটখাটো স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে হলে আগে বেলগাছিয়া প্রাণী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত। এখন আলিপুরে পশু হাসপাতালে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

পাঁচের পাতায়

নজির আলিপুর পশু হাসপাতালে

■ চলছে অপারেশন।

■ ১৩ ফুট লম্বা বার্মিজ পাইথনের মাথার দিকে বেশ খানিকটা ফোলাভাব কিপারদের নজরে আসে।

■ অজগরের শীতঘুম ভাঙিয়ে সোজা তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর পশু হাসপাতালে। ইউএসজি, এক্স-রে ইত্যাদি হয়।

■ অস্ত্রোপচারের আগে সাপটির ওজন বুঝে অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে অজ্ঞান করা হয়।

■ অপারেশন সফল। এমন পদক্ষেপ এর আগে করা হয়নি। এটা নজির, জানায় চিড়িয়াখানা।